গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বঙ্গবন্ধুর দর্শন
সমবায়ে উন্নয়ন

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

সমবায়

নভেম্বর ২০২০ বিশেষ সংখ্যা

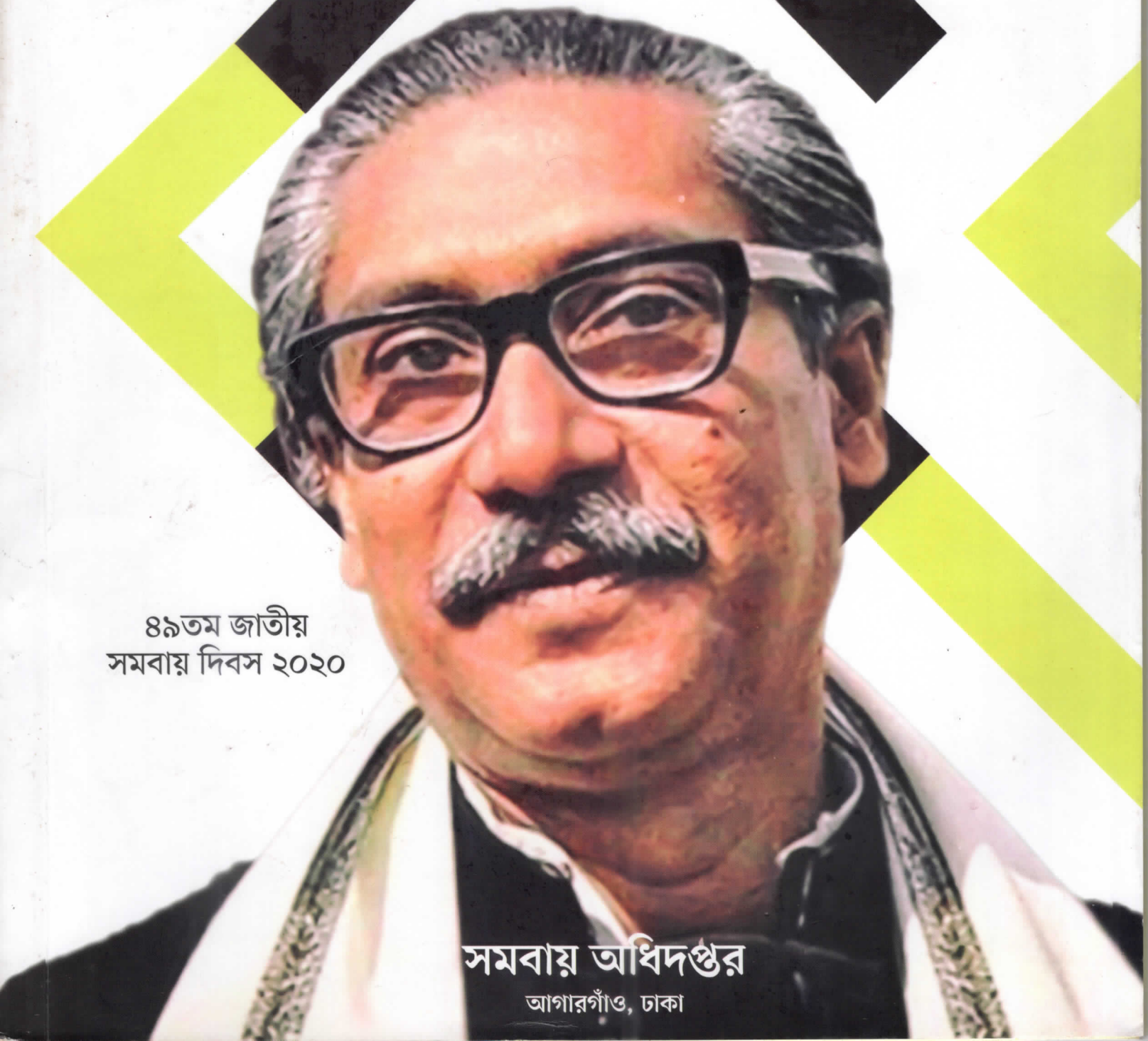

৪৯তম জাতীয়
সমবায় দিবস ২০২০

সমবায় অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা

বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০২১ বিশেষ সংখ্যা

সমবায়

বঙ্গবন্ধুর দর্শন
সমবায়ে উন্নয়ন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সমবায় অধিদপ্তর

আগারগাঁও, ঢাকা

সফল নেতা হিসেবে শেখ হাসিনা যেমন বাংলাদেশে অপরিহার্য তেমনি এ দেশের অগ্রযাত্রাও অবধারিত

অর্থনীতিবিদ ও সমাজকর্মী মোহাম্মদ কয়সউদ্দিন বলেছেন, বাংলাদেশে এখনই বিকেন্দ্রীকরণের উপযুক্ত সময়। জনবন্ধু শেখ হাসিনার ঘোষণা অনুযায়ী গ্রামকে শহরের অনুরূপ করতে হলে অন্যান্য ক্ষেত্র ছাড়াও কৃষি উৎপাদন ও বিপণন সমবায়ে খাদ্য মজুদ, সৌরবিদ্যুৎ ও অতিশয় সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা যায়। ঢাকা থেকে কয়েকটি মন্ত্রণালয়, বিভাগ, পরিদফতর, খেলার মাঠ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঢাকার বাইরে স্থানান্তরের চিন্তা করা যায়। ২৯ ডিসেম্বর নির্বাচনের আগের দিন ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি, যিনি এখন চতুর্থ মেয়াদে সরকারের প্রধানমন্ত্রী, দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন যে বৈষম্য দূর করা হবে। অর্থাৎ বাজার ব্যবস্থাধীনে দ্রুতগতি সামষ্টিক অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবে আয়, সম্পদ ও সুযোগে যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে, তা দূর করতে সরকার বদ্ধপরিকর। *সূত্র : দৈনিক বণিক বার্তা*

তিনি আরো বলেন, জাতির পিতা ও তার কন্যা, যিনি নিজগুণেই অসাধারণ নেতা, কল্যাণ রাষ্ট্রে একটি সমতাপ্রবণ সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তুলতে যে স্বপ্ন-সাধনা করেছেন ২০১৯-২৩ সময়ে তা যেন সম্ভব হয়। ১৯৯৬-২০০১ সালের 'গ্রোথ উইথ ইকুইটি' সে পথ প্রদর্শন করে গেছে বটে। বাংলাদেশের সামনে এখন জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। কাজেই কাজ করতে হবে অবিরাম। সফল নেতা হিসেবে শেখ হাসিনা যেমন বাংলাদেশে অপরিহার্য, তেমনি এর অগ্রযাত্রাও অবধারিত। তবে বাজার অর্থনীতি ও ব্যক্তি খাত একটি অগ্নিপরীক্ষার সামনে দাঁড়িয়ে। দেশের বিনিয়োগের সিংহভাগই (সাধারণভাবে ৭৫-৮০ শতাংশ) ব্যক্তি খাতে, তবে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী শিল্পোৎপাদনের থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যে নজর বেশি। ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ হালে কেন স্থবির, তার দায়ভার সমভাবে সরকার ও বেসরকারি খাতে ন্যস্ত। দেশের ৭৫-৮০ শতাংশ ব্যাংকিং ব্যবস্থা ব্যক্তি মালিকানায়। একাদশতম সংসদের ৬১ শতাংশ ব্যবসায়ী-শিল্পপতি। অর্থ, বাণিজ্য, শিল্প এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়সহ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়গুলোর দায়িত্বে এখন ব্যক্তি খাতের শিরোমণিরা। চলমান বাজার ও ব্যাংকিং ব্যবস্থাধীনে নীতি-কৌশলে গতি এনে সরকারের ওপেন পিট কয়লা আহরণে আরো সমৃদ্ধ হবে অবকাঠামো সুবিধার উৎপাদনশীল খাত। 'ইটলস' বিজয়-পরবর্তীতে গ্যাস অনুসন্ধানে ১২নং কূপে ৫নং কাঠামোয় বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ও কর্মসংস্থান তথা দারিদ্র্য নিরসন ও বৈষম্য হ্রাস করে ব্যক্তি খাত এখন অত্যন্ত সুবিধাজনক অবস্থানে। এটি বেসরকারি খাতের নেতৃত্বের একটি অগ্নিপরীক্ষাও বটে।

তিয়াশা চারু

সবুজ প্রবৃদ্ধি, অর্গানিক কৃষি ও নিরাপদ খাদ্য

ড. আতিউর রহমান

গত ৭ মার্চ ২০১৯ তারিখে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে বাংলাদেশ অর্গানিক প্রোডাক্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলাম। সবুজ প্রবৃদ্ধির অংশ হিসেবে অর্গানিক কৃষি ও নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেছিলাম।

আন্তর্জাতিক অর্থনীতিবিদ, উন্নয়ন পর্যবেক্ষক, নীতিনির্ধারকমহলসহ সবাই মেনে নিয়েছেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রাটি আসলেই অভাবনীয়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই বঙ্গবন্ধু অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের যে ধারা সূচনা করেছিলেন, পরে বহু প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে সেই ধারাবাহিকতা ধরে রাখা গেছে। এর ফলে বাংলাদেশ প্রকৃত অর্থেই ধ্বংসস্তূপ থেকে সম্ভাবনার দেশে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের সামনে টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশের কাতার থেকে বেরিয়ে এসে উন্নয়নশীল দেশ হয়েছে এবং উন্নত দেশ হওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারছে। আমাদের অগ্রগতি ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক সূচকগুলোর পাশাপাশি সামাজিক/মানবিক উন্নয়ন সূচকগুলোতেও প্রতিফলিত হয়েছে ও হচ্ছে। সমআয়ের দেশগুলোর তুলনায় বহু ক্ষেত্রেই আমরা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় এগিয়ে রয়েছি। এখন দুই অঙ্কের প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গঠনের মতো বড় বড় লক্ষ্য অর্জনের কৌশল নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছি।

উন্নয়ন অভিযাত্রায় কৃষি খাতের অর্জন ও ভূমিকা

স্বাধীনতাপরবর্তীকালে আমাদের জনশক্তির ৮০ শতাংশই জীবিকার জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল ছিল। অর্থনীতির বিকাশের স্বাভাবিক ধারাতে এ অনুপাত কমে এলেও এখনও ৪০ শতাংশ মানুষ কৃষি খাত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে (সরাসরি না হলেও কোনোভাবে সংযুক্ততা ধরলে এ অনুপাত ৬০ শতাংশের কাছাকাছি)। ফলে দারিদ্র্য হ্রাসে যে চমৎকার সাফল্য আমরা দেখিয়েছি (বিশেষত গত এক দশকে দারিদ্র্য প্রায় অর্ধেক কমিয়ে ২৩ শতাংশে নামিয়ে আনা গেছে), তাতে কৃষিতে কর্মসংস্থানের যে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। এ খাতে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে; বেড়েছে দৈনিক মজুরিও।

এ খাতে সংযুক্ত মানুষের অনুপাত যেমন কমেছে, তেমনি কমেছে জিডিপিতে কৃষি খাতের অনুপাত। ১৯৯০-এর দশকে জিডিপির ৪০ শতাংশ আসত কৃষি খাত থেকে। আর এখন এ অনুপাত ১৫ শতাংশের কাছাকাছি। তবে কত মানুষ কৃষির ওপর আয়ের জন্য নির্ভরশীল কিংবা জিডিপিতে এ খাতের অবদান দিয়ে কৃষিতে আমাদের অগ্রগতির চিত্রটি পরিস্কারভাবে ফুটে ওঠে না। আমরা যদি উৎপাদিত খাদ্যশস্যের পরিমাণের দিকে লক্ষ্য করি, তবেই বোঝা যাবে কী বিশাল সাফল্য এখানে এসেছে! স্বাধীনতার পরপর আমরা মাত্র ১০ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করতাম। আর এখন তা প্রায় চার গুণ- ৩৮ মিলিয়ন টনে পৌঁছেছে। বড় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ না ঘটলে প্রধান খাদ্যশস্য চাল আমাদের আর আমদানি করতে হয় না। আলু উৎপন্ন হচ্ছে চাহিদার তুলনায় অনেক। সবজি, মাছ, মাংস বা ডিমও আমদানি করতে হচ্ছে

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য-এর পথচলা

জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য ১৯৫২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার পাড়ালা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মৃত সুধীর ভট্টাচার্য্য, মাতা মৃত ঊষা রানী ভট্টাচার্য্য। তাঁর সহধর্মিনী তন্দ্রা ভট্টাচার্য্য যশোর জেলা মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদিকা। চার ভাই ও তিন বোনের মধ্যে বড় ভাই সাবেক এম.পি বীর মুক্তিযোদ্ধা পীযুষ কান্তি ভট্টাচার্য্য আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য। মেজ ভাই প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট অরুণ ভট্টাচার্য্য ছিলেন বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী এবং নৌ-কমান্ডো হিসেবে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। স্বপন ভট্টাচার্য্য ১৯৬৮ সালে মশিয়াহাটী মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক, ১৯৭০ সালে নওয়াপাড়া কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক এবং ১৯৭৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। বিবাহিত জীবনে এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক তিনি।

ছাত্রজীবন থেকেই তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত। মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপরিবারে নৃশংস হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ করায় ১৯৭৫ সালের ২৭শে অক্টোবর গ্রেফতার হয়ে মরহুম রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান এবং সাবেক পানিসম্পদ মন্ত্রী মরহুম আব্দুর রাজ্জাকসহ অনেকের সাথে দীর্ঘ ১৯ মাস কারাবরণ করেন। পরবর্তীতে দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে উপজেলা ও জেলা আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। সমাজ সচেতন ব্যক্তি হিসেবে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনে পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর রয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ অংশগ্রহণ। একাধারে কপোতাক্ষ লায়ন্স ইন্টারন্যাশনাল ক্লাবের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা, কপোতাক্ষ চক্ষু হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও যশোর জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাবেক সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি যশোর জেলা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের জেলা আহবায়ক এবং যশোর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক কোষাধ্যক্ষ। এছাড়াও মনিরামপুরের শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি একাধারে মনিরামপুর মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং গোপালপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা।

তাঁর অর্জনের মধ্যে অনন্য হয়ে আছে ২০০৯ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ উপজেলা চেয়ারম্যান পদক লাভ। ইতোমধ্যে তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। উল্লেখযোগ্য হলো- ভারত, নেপাল, চীন, জাপান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, দুবাই, আরব আমিরাত, রাশিয়া, ওমান, জার্মান, অষ্ট্রিয়া, ইতালী, পোলান্ড, চেক প্রজাতন্ত্র, স্লোভাকিয়া, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, স্পেন, ফিনল্যান্ড, মিশর, অষ্ট্রেলিয়া এবং ভ্যাটিকান সিটি।

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে তিনি ২০১৪ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন।

সরকারের 'আমার গ্রাম-আমার শহর' বাস্তবায়নে সমবায় অধিদপ্তরের করণীয়

হরিদাস ঠাকুর

১. 'আমার শহর আমার গ্রাম'-দর্শনের ঐতিহাসিক ভিত্তি

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত পবিত্র সংবিধান বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে রচিত পবিত্র সংবিধানে জনগণের মৌলিক সকল সুবিধানিশ্চিতকরণের কথা বলা হয়েছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার তাই সংবিধানের চেতনাসমৃদ্ধ। সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারে গ্রাম ও শহরের সুবিধাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে ব্যবধান কমানোর দৃঢ় অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে পবিত্র সংবিধানের অনুশাসন আমরা দেখতে পাই। আমাদের পবিত্র সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদে শহর ও গ্রামের ব্যবহার কমানোর ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে :

> ১৬। নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষিবিপ্লবের বিকাশ,গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমুল রূপান্তরসাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

'আমার গ্রাম আমার শহর' অঙ্গীকারের মূল দর্শনই হলো: গ্রামকে শহর হিসেবে গড়ে তোলা হবে না, বরং গ্রামে বসেই মিলবে শহরের আধুনিক সেবা। আর এটাই হলা 'আমার গ্রাম-আমার শহর' এর মূল কথা।' এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, প্রতি বছর ৮ শতাংশ মানুষ কাজের খোঁজে শহরে আসছে। এই বিপুল মানুষকে গ্রামেই কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে-এখন গ্রামে শহরের সুবিধা চলে যাচ্ছে। এটি অব্যাহত রাখতে হবে। সরকারের কাজ হবে এটি পরিকল্পিতভাবে করা। গ্রামকে শহরে পরিণত করতে চাইলে হিতে বিপরীত হবে। বরং গ্রামীণ জনপদকে ঠিক করে শহরের সুবিধা গ্রামে নিয়ে যেতে হবে।

২. গ্রামের মানুষের শহরে গমনের কারণ

বাংলাদেশের জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, গ্রামে কর্মসংস্থান ব অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অপ্রতুলতা বা অনুপস্থিতির কারণে গ্রামের মানুষ শহরে গমন করে থাকে। এটি একটি বহুমাত্রিক সমস্যা। বিশেষজ্ঞগণের মতে গ্রাম থেকে শহরে মানুষের গমনের উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ হলো : (১) গ্রামে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক সুবিধার অপ্রতুলতা বা স্বল্প উপস্থিতি। (২) গ্রামের কর্মসংস্থানের অভাব বা অপ্রতুলতা। (৩) যোগাযোগ বা অবকাঠামোর অভাব। (৪) গ্রামে শহরের নাগরিক সেবা সুবিধার স্বল্পতা। (৫) গ্রামে জ্বালানী সমস্যা। (৬) তথ্য প্রযুক্তি সেবার অপ্রতুলতা। (৭) আধুনিক উন্নত আবাসন পদ্ধতির অপ্রতুলতা। (৮) গ্রামে উন্নত রাস্তা-ঘাট ও অবকাঠামোর অনুপস্থিতি। (৯) প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা নদী ভাঙ্গন ও অন্যান্য কারণে উদ্বাস্ত হওয়া। (১০) প্রান্তিক ও ভূমিহীন মানুষদের বসবাসের জন্য গ্রামে উপযুক্ত বাতাবরণ না থাকা ইত্যাদি।

৩. 'শহরের সুবিধা গ্রামে স্থানান্তর' এর ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি

বর্তমান সরকার তার নির্বাচনী ইশতেহার

বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০২১ বিশেষ সংখ্যা

সমবায়

বঙ্গবন্ধুর দর্শন
সমবায়ে উন্নয়ন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সমবায় অধিদপ্তর

আগারগাঁও, ঢাকা